গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম

আইনুন নাহার*

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রমের স্বরূপ বিশ্লেষণই মূখ্যতঃ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তৃতীয় বিশ্বে, কৃষিভিত্তিক দেশগুলো তো বটেই, শিশু শ্রমের প্রায়োগিকতা; সেই সাথে লিঙ্গীয় বিভাজন, শ্রম বিভাজনের শোষণ আর সামাজিক অবস্থানের সাথে শিশু শ্রমের একটা নিবিড় সম্পর্ক খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে যেটা বর্তমান অবস্থাকে জিইয়ে রেখে অপরিহার্যও বটে, সে প্রসঙ্গে এই আলোচনা।

সাম্প্রতিককালে ''শিশু শ্রম'' ব্যাঞ্জনাটি সাড়া জাগানো এবং বহুল আলোচিতও বটে। বিশ্ব সভ্যতা সবদিক দিয়েই মানব শিশুর কাছে অনেকাংশে ঋণী, কারণ আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের সেরা সম্পদ। সেদিক থেকে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এককভাবে কোন শিশু নয়, বরং সামগ্রিক মানবতার স্বার্থেই প্রয়োজন। দেশ, কাল, সমাজ নির্বিশেষে তার জন্মগত অধিকার হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, পাশাপাশি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্ব পর্যন্ত শিশুরা এমন কোন কাজ করবে না যা তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধক। জাতিসংঘ শিশুদের এই অধিকারকে পরিপূর্ণকরণে শিশু শ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। একটি সমাজ ও দেশের আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের ন্যূনতম বয়সসীমা ভিন্নতর হতে পারে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক ফাঁক খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় তখনই, যখন উন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের দরিদ্রতাভিত্তিক জীবনযাত্রা ও নিরাপত্তাহীনতার

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কারণে অপরিণত (Infant) বয়সে শিশু শ্রমে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত করা হয়; এ বিষয়টি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রমের এই যৌগতার পরিমাপ ও পরিধি একটি দেশ বা সমাজের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পটভূমির উপরে নির্ভর করলেও দুটো সূত্র প্রায় প্রতিটি সমাজের জন্য সার্বজনীন হয়েউঠে। আর তা হচ্ছেঃ

(১) গৃহস্থালী ক্ষেত্রের সামাজিক স্বীকৃতিহীনতা শিশুদের মজুরী শ্রমিক হিসেবে উৎপাদন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেনি।
(২) উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আয় উপার্জন প্রক্রিয়ায় পরিপূরক (Supplementary) হিসেবে কাজ করা।

ফলশ্রুতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রমিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তা থাকে অবদমিত ও অস্বীকৃত। অন্যদিকে অপরিণত বয়সে শ্রমবাজারে শিশুদের ব্যাপক যুক্ততা সমাজকে ক্রমশ ভারসাম্যহীন করে তোলে। শ্রমবাজারে শিশুদের এই সংযোজনের কারণস্বরূপ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের মাত্রাকে আপাত দৃষ্টিতে দায়ী করা হলেও সামাজিক পরিস্থিতি, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও মতাদর্শের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করবার কোন প্রয়াস রাখে না। এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখেই আমি নিবন্ধটিতে গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রমের স্বরূপ, শ্রমক্ষেত্রে বিভাজন ও শিশুর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনা করব।

''শিশু শ্রম" প্রত্যয়টির পরিধি ব্যাপকতা বিধায় গ্রামীণ পরিসরে এর ক্রিয়াশলীতা ব্যাখ্যায়নে শুধুমাত্র একটি সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ রাখলে সমস্যার বহুবিধ মাত্রা বোঝা সম্ভব নয়, প্রেক্ষিতে প্রবন্ধটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচিত হবে– শিশু শ্রমের ক্রমচিত্র, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং সর্বশেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশু শ্রমের স্বরূপ পর্যালোচনা যা ক্ষুদ্র পরিসরে অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার ফলস্বরূপ ব্যাপৃত। এভাবে ভাগ করবার উদ্দেশ্য হলো শিশু শ্রমের স্বরূপের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা এবং ক্রমশ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

শিশু শ্রমের ক্রমচিত্র

পৃথিবীতে ঠিক এ মূহুর্তে শিশু শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভবপর না হলেও বিভিন্ন রিপোর্ট ও জরীপ এর উত্তরোত্তর আধিপত্যতাকে ব্যাখ্যা করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) পরিসংখ্যানগত হিসেব অনুসারে ১৯৭৬ সালে শুধুমাত্র মজুরীভিত্তিক শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬ লক্ষ। আইনানুগভাবে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে আমরা এর প্রায়োগিক গুরুত্বকে অনস্বীকার্যভাবে মেনে নিচ্ছি। এটি শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্ব নয় উপরন্তু সমগ্র উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রেও প্রকট। কিন্তু শ্রমবাজারে শিশুদের ব্যাপক আগমন হঠাৎ করে ঘটেনি, বরং একটি দীর্ঘ বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় বর্তমান শিশু শ্রমিকদের খুব দ্রুত শ্রমবাজারে অনুপ্রবেশ ঘটছে।

ঐতিহাসিকভাবে মজুরী শ্রম এবং শিল্পায়নের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে শিশু নিয়োগের হার বেড়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, মানব সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে থেকে শিশুরা তাদের অভিভাকদের সঙ্গে শ্রমে নিয়োজিত ছিল। এইসব সমাজে শ্রম প্রক্রিয়াটিতে কাজের বিন্যাস নির্ধারিত হতো বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে যা সহজাত বলে গণ্য করা হতো। এখানে শিশুরাও অভিভাবকদের মত অপারিশ্রমিকভিত্তিকভাবে নিযুক্ত থেকে ''আত্ম শোষনের" (self-exploiation) মাধ্যমে টিকে থাকত। কিন্তু শিশুদের এই শোষণ ছিল অদৃশ্যমান। ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অত্যধিক দরিদ্রতার কারণে শিশুশ্রম পারিবারিক গন্ডিকে ছাড়িয়ে শোষণমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়। বিশেষ ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে মহিলারা যখন কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে তখন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তাদের পাশাপাশি আর এক শ্রমিক শ্রেণীর যুক্ততা দ্রুতহারে বেড়ে যায়, আর এরাই হচ্ছে শিশু শ্রমিক। বর্তমানে প্রায় সব সেক্টরে সস্তাশ্রমে গুরুত্বপূর্ণ কাজে এদের ভূমিকা দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের দেশেও কলকারখানাগুলোর নব নব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মাত্র কয়েক দশক আগেও শিশুদের শুধুমাত্রই গৃহভৃত্য বা গ্রামীণ এলাকায় বংশ পরম্পরায় শ্রমিক হিসেবে গৃহে বা কৃষিক্ষেত্রে অভিভাকদের সাহায্যের হাতিয়ার রূপে কাজে জড়িত থাকার প্রবণতা দেখা যেত। ক্রমশ নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন শিল্প কারখানার বিকাশ এবং অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে জমির খন্ডায়ন, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ব্যবহারের ফলস্বরূপ বেকারত্ব ও ভূমিহীনতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তে বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন জায়গায় কখনও শিশুরা পরিবারের সঙ্গে আবার কখনও একাকী ''স্থানান্তরিত" (Migrated) হতে শুরু করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, লাভজনক শ্রমের আশায় পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অভিগমনেও শিশুদের বাধ্যতামূলক শ্রমে যুক্ততা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এটি গ্রামীণ 'মহিলা-প্রধান' পরিবারের জন্য অধিক প্রযোজ্য। এভাবে কৃষিক্ষেত্রে, বিড়ি বা ইটখোলার মত দূষিত পরিবেশে, হোটেলে, হকারী, এমনকি সিনেমার টিকেট কালোবাজারী,

ডাগ বিক্রয়, চোরাচালানী, পতিতাবৃত্তির মত অসামাজিক কার্যকলাপ সহ সাম্প্রতিককালে গার্মেন্টস শিল্পে শিশুদের শ্রমের বিষয়টি যেন খুব স্বাভাবিক বলেই আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন স্বীকৃত নয় এবং শিশুদের কাজ ''কাজ'' নয় এ ধারণাটি সামাজিক মতাদর্শগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এ পরিসরে শ্রম প্রক্রিয়ায় শিশুশ্রম অপরিহার্য হলেও তাকে "Bread earner" হিসেবে যেমন স্বীকার করা হয় না, তেমনি অত্যাধিক শ্রমে তার শারিরীক ও মানসিক বিকাশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, ব্যক্তিক পরিচয় হয়ে যাচ্ছে পঙ্গু এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করায় পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে সাময়িকভাবে পরিবার কাঠামোকে সাহায্য করতে সক্ষম হলেও তার স্বকীয়তা সামাজিক পরিস্থিতিতে বিনষ্ট হয়ে পড়ছে এবং এই নিরঙ্কুশ নিরবচ্ছিন্ন শোষণ সমাজ বিজ্ঞানীদের খুব নিবিড় মনোযোগ কাড়বার সময় এসেছে বলে মনে হয়।

শিশু শ্রম ঃ আমাদের দেশ ও বহির্বিশ্ব

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শিশু শ্রমিকরা খুব কম বয়স থেকেই নিজেদেরকে গৃহস্থালী পারিবারিক শ্রম ও মজুরী শ্রমে ''অত্যাবশ্যকীয় প্রপঞ্চ" রূপে প্রতিফলিত করে। শিশুদের এই শ্রম আইনগতভাতে নিষিদ্ধ হলেও এর বহুল প্রায়োগিকতা উন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সচেতন বা অবচেতনভাবে মতাদর্শগত দিক থেকে স্বীকৃত। বিষয়টিকে যদি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, ইউরোপেই যে সব শিশুরা চামড়া কিংবা জুতার দোকানে কাজ করে তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকে। Anty-Slavery Society-র একটি রিপোর্ট (১৯৭৮) অনুসারে ইটালীতে আইনগতভাবে শ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ বৎসর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুরা ১২ বৎসর বা তার কম বয়সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। অস্বাস্থ্যকর চামড়ার কারখানার শিশুদের অধিকাংশই এ পরিবেশের কারণে কঠিন Glue poly neuritis রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একই রিপোর্ট অনুসারে স্পেনেও শ্রমিকের প্রারম্ভিক বয়স ন্যূনতম ১৫ বৎসর হলেও শুধুমাত্র খাদ্য প্রস্তুতকারক কারখানায় ২,৫০,০০০ স্পেনীয় শিশু কাজ করে। আবার মেক্সিকোতে ৫০,০০০ শিশু মৌসুম ভিত্তিক কৃষি কার্যে জড়িত থাকে। রিপাবলিক অফ কোরিয়াতে ১২/১৩ বৎসরের শিশুরা সার্টের কলার ও কাফ তৈরি করে ঘন্টায় মাত্র কয়েক সেন্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, মরোক্কতে ৮-১২

বৎসরের শিশুরা সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৭২ ঘন্টা কাজ করে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এখনও গ্রামীণ খামারে বলপূর্বক শিশু নিয়োগের চিত্রও স্পষ্টভাবে কার্যকরী রয়েছে।

এবার আসা যাক এশিয়ার দিকে।[১] এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাধারণ জনশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিশু শ্রমিক এবং শ্রম শক্তির ৭% এর অধিক হচ্ছে ১৫ বৎসরের নীচে বসবাসকারী শিশু শ্রমিকরা। দক্ষিণ এশিয়ায় দাস শিশুদের অবস্থানও দৃঢ়ভাবে কার্যকরী। যেখানে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী শ্লোগান দেয়া হচ্ছে বর্ণবাদ ও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সেখানে শুধুমাত্র[২] ভারতেই ১৯৭৬ সালে দামপ্রথা নিষিদ্ধ করা হলেও এখনো ঋণের শৃঙ্খলে দাস হয়ে আছে ৫০ লক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত ও ১ কোটি শিশু শ্রমিক। বহির্বিশ্বের মাত্র এ কয়েকটি চিত্রই আমাদের সম্মুখে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের ক্রম বিন্যস্ততাকে তুলে ধরে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে একটি বহুবিধ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে শিশু শ্রম। শুধুমাত্র শুমারী অনুসারেই ১৯৭৪ সালে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৬·২% যার ৫·৪% হচ্ছে ১০–১৪ বৎসরের (৪·৮%– ছেলে, ০·৬%–মেয়ে) শিশু। মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। ১৯৮৫–৮৬ সালে শ্রমশক্তির জরীপে ৫–১৪ বৎসরের শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ বা মোট শ্রমশক্তির ১০%, ১৯৯০ এ সংখ্যা ১২% এ পৌঁছেছে। বৃহত্তর এ সংখ্যা শুধুমাত্র যারা সরাসরি আয় উৎপাদন করছে তাদের সমষ্টি। ফলশ্রুতিতে শিশুশ্রম তৃতীয় বিশ্ব, ঐতিহ্য গ্রামীণ সমাজে গৃহভিত্তিক পারিবারিক শ্রমে অপরিহার্য হলেও তাদের শ্রমের এ ক্ষেত্রটি স্বীকৃতি পাচ্ছে না এবং সংগত কারণেই শিশুরা নির্যাতন আর শোষণের মখোমুখি দাড়াচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের শ্রমের এই বিস্তৃত পরিসরকে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার প্রয়াসেই গ্রামীণ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমের স্বরূপ, এর সামাজিক প্রেক্ষাপট, ব্যবহার, শ্রম প্রক্রিয়ায় বিভাজনের মতাদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলোই আমার এ নিবন্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বেই কিছু গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।[৩] খালেদা সালাউদ্দীন, গ্রামীণ ও শহরে বিভিন্ন সেক্টরগুলোতে শিশু শ্রমের বিনিয়োগ এবং প্রেক্ষিতে তারা কিভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। আবার[৪] জওশন আরা রহমান, কিভাবে শিশুদের উন্নয়নের বিভিন্ন পলিসী গ্রহণ করা যায়, শিশু শ্রমের বিভিন্ন কারণগুলো, শিশু শ্রম কি সহজাত শৈশব আনন্দকে বিঘ্নিত করছে কিনা এ

পরিসর গুলো ব্যাখ্যায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'জন গবেষকই মৌলিকভাবে বিভিন্ন রিপোর্ট, জরীপ, পূর্ববর্তী গবেষণার নিরিখে সমগ্র শিশুশ্রমের একটা সাধারণীকরণ করেছেন। অন্যদিকে[৫] মিড, টি, কেইন চাঁদপুর জেলার চরগোবিন্দপুর গ্রামে গবেষণাকালে শিশু শ্রমের প্রকৃতি, কারণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর যথাযথ আলোচনা করলেও তার শূন্যতা হচ্ছে তিনি শিশু শ্রমিক বলতে কোন ক্যাটাগরিকে বোঝাচ্ছেন তা সুনির্দিষ্ট না করেই ৫–৬৪ বৎসরকে শ্রমিকের বয়স নির্ধারণে শ্রমের বর্ণনা করেছেন। এদের সবাই মূলত অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাকেই শিশুশ্রমের মূখ্য কারণ বলে গণ্য করে সামাজিক পরিস্থিতি, সমাজ কাঠামোতে প্রচলিত মূল্যবোধ অর্থাৎ আচরণগত দিকগুলোকে এক রকম এড়িয়ে গেছেন। এই শূন্যতাগুলোকে পরিপূর্ণকরণে আমি ক্ষুদ্র পরিসরে অভিজ্ঞতাশ্রয়ী অধ্যয়নের (Empirical study) মাধ্যমে শিশু শ্রমের স্বরূপ দেখবারপ্রয়াস পেয়েছি।

এ নিবন্ধের তথ্য মূলতঃ নোয়াখালী জেলার একলাশপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামটি প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ এবং এর ভিত্তিতে উত্তর–পশ্চিম একলাশপুর ও দক্ষিণ–পূর্ব একলাশপুর এ দুটো ভাগে বিভক্ত। আমি ১৯৯০ সালের মাঝিমাঝি সময় উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে গবেষণা করেছি। এ গবেষণার মৌলিক পদ্ধতি ছিল অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (participant observation) পাশাপাশি নিবীড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতিও তথ্য সংগ্রহে সহায়ক ছিল। উত্তর–পশ্চিম একলাশপুর ৫০টি পরিবারের ৩৩২ জন লোক সংখ্যা নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। ৪৩টি পরিবার ভূমিহীন, ৪টি পরিবারের ২·৫ একরের নীচে এবং ৩টি পরিবারের ৫ একরের উর্ধ্বে চাষাবাদ যোগ্য জমি আছে। গ্রামটির বিভিন্ন পরিবারগুলোর এই অর্থনৈতিক কাঠামোই শিশু শ্রমের বিষয়টির প্রায়োগিকতাকে নির্দেশিত করে।

আলোচনার এ পর্যায়ে এখানে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক যে শিশু শ্রমিক হিসেব কাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে। বস্তুনিষ্ঠভাবে ''শিশু" প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা কষ্টকর বিষয়। কারণ বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে এর ভিন্নতা রয়েছে; জৈবিক, আইনানুগ, রীতিনীতি ভিত্তিক এর সংজ্ঞায়নে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তথাপি আন্তর্জাতিকভাবে ১৮ বৎসরের নিম্নে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের শিশু বলা হয় এবং শিশু শ্রমের ন্যূনতম বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ বৎসর। বাংলাদেশের আইনানুসারে ন্যূনতম শ্রম বয়স ১৪ বৎসর। কিন্তু যৌক্তিকভাবে এখানে ১৪–১৫ বৎসরের শিশুরা জীবিকা নির্বাহে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের মত কাজ করে বিধায়

বিধায় অনূর্ধ্ব ১২ বৎসরের শিশুদের আমি শিশু –শ্রমিক হিসেবে গণ্য করেছি। ''শিশু", ''শিশু–শ্রমিক" এইসব প্রপঞ্চগুলোর মত ''শ্রমের" বিষয়টির ব্যাঞ্জনাও বিবিধ। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই প্রত্যয়টি বিতর্কিত। সাধারণভাবে যে সব কাজের মধ্য দিয়ে সরাসরি আয় উৎপাদন করা হয় তাদেরকে শ্রম রূপে মূল্যায়তি করা হলেও, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত না থাকলেও পরোক্ষভাবে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে বা অর্থব্যয়কে রোধ করে, এ কারণে মজুরী ভিত্তিক কার্যকে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও শ্রম হিসেবে– (১) সরাসরিভাবে অর্থ উপার্জনকারী কাজ (২) পরোক্ষভাবে আয় উৎপাদনে সহায়ক কাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরের আমার এই গবেষণা সম্পূর্ণ গ্রামীণ বাংলাদেশের শিশু শ্রমকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তা সত্বেও এথনোগ্রাফিক উপাও শিশু শ্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

শিশু শ্রমের স্বরূপ, এবং লিঙ্গীয় যৌগতা

বাংলাদেশে শিশুরা খুব কম বয়সেই শ্রম বাজারে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। ঐতিহ্যগত কৃষিনির্ভর সমাজে শিশুশ্রমের নানাবিধ প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল রূপ ধারন করে। সামাজিক বাস্তবতা আর প্রচলিত মতাদর্শ ও মূল্যবোধের কারণে পারিবারিক আয়ের কাঠামোতে কমপক্ষে ২০–২৫% সরাসরি শিশু শ্রম থেকে উপার্জিত হলেও শিশুর ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। শিশু নিজে এবং পরিবারকে টিকিয়ে রাখবার কারণেই মূখ্যতঃ শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, বা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাই শিশু শ্রমের একটি প্রধান কারণ এবং দেখা গেছে যে, এ বিষয়টি উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরের জন্যও সত্যি। ৫০টি পরিবারের মধ্যে ৩০টি পরিবারের শিশুরা সরাসরি মজুরীভিত্তিক শ্রমে নিয়োজিত, যাদের বয়স ৬–১২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তথ্য সংগ্রহে যে ৩০ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী শ্রমিকদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের পারিবারিক আয়ের কাঠামো বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ৯০% পরিবারেরই আয় ১০০০ টাকা এবং ১০% এর আয় ২০০০ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। অর্থের এই স্বল্পতার মাঝেও শিশুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু শিশু শ্রমিকদের প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের পরিপূরক হিসেবে দেখবার সহজাত মূল্যবোধ এ ভূমিকাকে প্রচ্ছন্ন করে দেয়।

শিশু শ্রমিকরা দুভাবেই পরিবারকে সহায়তা করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। শিশু শ্রমের এই স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে–

শিশু শ্রমের স্বরূপ

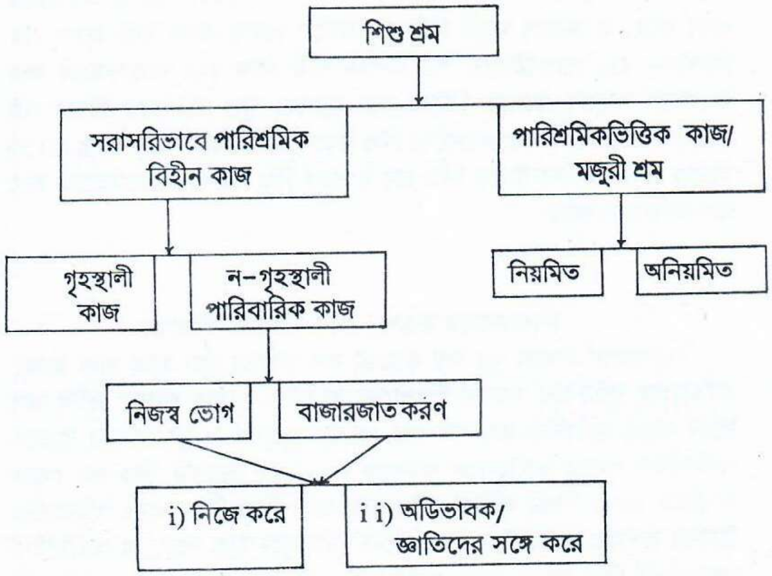

এখানে সরাসরিভাবে পারিশ্রমিকবিহীন কাজ হচ্ছে পরোক্ষভাবে আয় উৎপাদনে সহায়ক বা ব্যয় রোধকারী কাজগুলো । অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে আয় উৎপাদনকারী কাজ হচ্ছে মজুরী শ্রম এবং শিশু শ্রমিকরা দ্বৈতভাবেই শ্রম প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। শ্রমের দ্বিতীয় রূপটি প্রাথমিকভাবে অস্বচ্ছল, দরিদ্র পরিবারের জন্য সত্য কিন্তু প্রথম ধরনটি স্বচ্ছল, অস্বচ্ছল পরিবারের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। এটি কেবলমাত্র বাংলাদেশ নয় বরং গ্রামীণ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়াসহ অনেক উন্নত দেশেও দৃষ্টিগোচর হয়। শিশুশ্রমের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাদের ভূমিকাগুলো ব্যাখ্যায়নে প্রতিটি ক্ষেত্রকে পৃথক করে দেখলে যে চিত্র ফুটে উঠে সেগুলো হচ্ছে–

(১) শিশু শ্রম; গৃহস্থালী ও ন–গৃহস্থালী পারিবারিক শ্রমঃ

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশুর গৃহস্থালী কাজের সূচনা হয় ৪/৫ বৎসর বয়স থেকে এবং শিশু শ্রমের এই রূপটি পরোক্ষভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোর সহায়ক। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। একটি শিশু যখন খেলাধূলা করে তখন একে শৈশব অবস্থার বৈশিষ্ট্য বলা হয় কিন্তু এই শিশুটিই যখন কোন কাজ করে (যেমন বাসন মাজা, পানি তোলা, ঘর ঝাড়ু দেয়া), তখন একে শ্রম বলাই শ্রেয়।

গৃহস্থালী কাজগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভাবে – (১) খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রান্নাঘরের কাজ (রান্না করা, আশে পাশের জমি থেকে সব্জি সংগ্রহ, অন্যকে রান্নায় সাহায্য প্রভৃতি) (২) পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ (পুকুর বা টিওবয়েল থেকে পানি তোলা; কাঠ, শুকনো পাতা সংগ্রহ প্রভৃতি) (৩) বাড়ীর বয়স্ক ব্যক্তি ও পুরুষদের কাজ সম্পন্ন করণ (বয়স্ক ব্যক্তি ও পুরুষদের খাবার দেয়া, কাপড়–চোপড় ধোয়া প্রভৃতি) (৪) শিশুর যত্ন (শিশুকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, গোসল করানো প্রভৃতি) (৫) গৃহস্থালী পরিচালনার কাজ (ঘর মেরামত, ঘর ঝাড়ু দেয়া, গবাদি পশুকে খাবার দেয়া প্রভৃতি)। শিশুরা গৃহস্থালী কাজগুলোতে অনেকটা সময় ব্যয় করলেও তাদের এ কাজের কোন বাণিজ্যিক মূল্যায়ন নেই এবং এগুলো ''কাজ" নয় বলে বিশ্বাস করা হয়। মূলত নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের শিশু শ্রমিকরা কম বেশী গৃহস্থালী কাজ সম্পাদন করলেও প্রচ্ছন্নভাবে (১) বৃদ্ধতন্ত্রীয় মূল্যবোধ (২) লিঙ্গীয় বিভাজনের কারণে শিশু শ্রমিকের শ্রমের প্রকৃতি নির্ধারিত ও ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ''বৃদ্ধতন্ত্রীয় মূল্যবোধের" কারণে শিশুদের কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা কম এবং অনিচ্ছা সত্বেও শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয় যা অভিভাকদের দ্বারাই নির্ধারিত হয় যে কে কোন কাজ করবে। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুরুষরা প্রধানত বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে যুক্ত আর নারীরা যুক্ত গৃহস্থালী অর্থনীতিতে, যে কারণে সাধারণভাবে পুরুষের শ্রম মজুরীর রূপ ধারণ করেছে আর নারীদের গৃহস্থালী কাজ মজুরীহীন থেকে গেছে যদিও নারীরা পুরুষের সমান বা অনেক বেশী সময় ধরে কাজ করে। এ প্রেক্ষিতে সমাজে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় তাতে পুরুষ শিশুরা গণ্য হয় অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে এবং সচেতন বা অবচেতনভাবে তা শৈশব থেকে চর্চা করা হয়। এ কারণে পুরুষ শিশুরা গৃহস্থালী কাজ গুলো করলেও তা এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে ৮ বৎসরের একটি পুরুষ শিশু শ্রমিক তার দৈনন্দিন কাজের তালিকায় পানি তোলা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, হাঁস মুরগীকে খাবার দেয়া এ কাজগুলোর কথা বললেও গৃহস্থালী কাজ করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর ছিল, ''মা বোনরা আছে কেন,তারা কি করবে", অর্থাৎ লিঙ্গীয়

বিভাজনের ধারনা পরিবার কাঠামো থেকেই শুরু হয়। আবার তুলনামূলকভাবে ছোট পুরুষ শ্রমিকরা বড় পুরুষ শিশু শ্রমিকের চেয়ে গৃহস্থালী কাজ বেশী করে কারণ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষ শিশু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কাজে নিয়োগ করতেই অভিভাকরা বেশী পছন্দ করে থাকে।

অন্যদিকে ভূমিহীন ও দরিদ্র পরিবারের নারী শিশু শ্রমিকরা স্বচ্ছল পরিবারের শিশুদের চেয়ে কম বয়সে অধিক শ্রম দিয়ে থাকে। নারী শ্রমিকদের গৃহস্থালী কাজের প্রথম যৌক্তিকতা হচ্ছে পরিবারে একজন নারীকে তার ভূমিকায় অভ্যস্থকরণ, আর এটি ঘটে থাকে ''সামাজিকী করণ" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নারীদের কাজ হচ্ছে রান্না করা, ঘর গোছানো, অন্যান্য সদস্যদের সেবা করা–এভাবে নারীদের আত্মস্থীকরণ করা হয়। গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে যে স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারগুলোর নারী শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে গৃহস্থালী কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে কিন্তু দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের সামাজীকিকরণের পাশাপাশি পরোক্ষ-ভাবে দায়িত্ব কাজ করে, শ্রমিকের প্রয়োজন মেটানো হয়।

ন–গৃহস্থালী পারিবারিক শ্রমেও জীবিকা নির্বাহে শিশুরা কাজ করে থাকে। এখানে শিশুরা কখনও নিজে একাকী আবার কখনও কখনও অভিভাকদের সঙ্গে কাজ করে। এ শ্রম মূলতঃ দুটো কারণে হয়ে থাকে (১) পরিবারের ভোগ (২) বাজারজাতকরণ। কিন্তু পারিবারিক খামার, বর্গাচাষ, অন্যের জমিতে কাজ করলেও শ্রমের মূল্য পেয়ে থাকে অভিভাবকরা। মতাদর্শগতভাবে এ ধারণা কাজ করে যে দরিদ্রতাই শিশু শ্রমের একমাত্র কারণ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে সত্যি নয়। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য কিছু কারণ এতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, এবং অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের ও জ্ঞাতিদের কাজে লাগায়। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে (১) অন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। (২) ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠভাবে হয়। পরিবারের বিভিন্ন সদস্য কাজ করার প্রেক্ষিতে অন্যান্য শ্রমিকরা ফাঁকি দিতে পারে না। ন–গৃহস্থালী কর্মক্ষেত্রে নারী শিশু শ্রমিকের চেয়ে পুরুষ শিশুদের ভূমিকা বেশী থাকে। প্রকারান্তরে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা এ ধরনের কাজ করলেও অবস্থাপন্ন ও মর্যাদাশীল পরিবারের মেয়েরা এ কাজ করে না। কিন্তু মৌলিকভাবে সব পরিবারগুলোতেই বড় মেয়েদের মাঠে কাজ করতে না দেবার প্রবণতা রয়েছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, ''বড় মেয়েদের" (যাদের বয়স ১২–১৩ কিন্তু অবিবাহিত) চেয়ে ''ছোট মেয়েরা" (যাদের বয়স অনূর্ধ্ব ১০–১১) গৃহ–বর্হিভূত কাজ বেশী করে। মেয়েদের কাজের সঙ্গে ''পর্দার" সংস্করণ রয়েছে বলেই ১২–১৩ বৎসরের মেয়েদের উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে জমিতে কাজ করতে দেখা যায় না বললেই চলে। যদিও শহরে বর্তমান সময়ে মেয়েদের কাজের সঙ্গে বয়সের বিষয়টি নমনীয় হয়ে উঠছে কিন্তু গ্রামীন এলাকায় ''ইজ্জত" ''সম্মান" এ ব্যাঞ্জনা–গুলো

ব্যাঞ্জনা–গুলো অনেক প্রকট এবং সামাজিক বাস্তবতাও অনেক কঠোর বিধায় শিশু শ্রমিকদের কাজের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে যায়।

(২) শিশু শ্রম; মজুরী ভিত্তিক

দরিদ্র ও অস্বচ্ছল আয়ের কাঠামোই পরিবারের নারী–পুরুষ শ্রমিকদের শ্রমবাজারে যুক্ত করে দেয় বিভিন্নভাবে। উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে শিশু শ্রমের এই প্রকৃতিটি বিস্তৃত ও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। আমার গবেষণা এলাকায় ৩০ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী শ্রমিকের মজুরী শ্রমের স্বরূপ নির্ণয়ে মোট ২০ ধরনের শ্রমকার্য রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে –(১) কৃষিভিত্তিক শ্রমিক (২) কামলা (৩) ইটখোলায় কাজ (৪) রিক্সার চাকায় হাওয়া (পাম্প) দেয়া, (৫) রিক্সা ঠেলা (৬) রিক্সা চালক (৭) রিক্সা মিস্ত্রী (৮) মসজিদের চাঁদা তোলা (৯) দোকান কর্মচারী (১০) হকারী (পেপার বিক্রি, সব্জি বিক্রি ইত্যাদি) (১১) মৌসুম ভিত্তিক ধান বিক্রি করা (১২) মুটে বওয়া (১৩) জুতা পালিশ করা (১৪) মানুষের জন্য নিয়মিত খাবার নিয়ে যাওয়া (১৫) সিনেমার টিকেট ও বাজারে ভি,সি আরে ছবি প্রদর্শনীর জন্য টিকেট বিক্রি (১৬) গৃহভৃত্য (স্থায়ী) (১৭) গৃহভৃত্য (অস্থায়ী) (১৮) কাঁথা সেলাই, কাপড়ে ফুল তোলা, (১৯) ধান ডাঙ্গা (২০) কামার শ্রমিক হিসেবে কাজ করা।

এইসব মজুরী শ্রমগুলো অসংগঠিত এবং স্থায়ীত্ব খুব কম। মজুরীশ্রমে নিয়মিত ও অনিয়মিত এ দু'রকম দেখা যায়। মাত্র ৪০% পুরুষ ও ৩০% নারী শ্রমিক নিয়মিতভাবে অর্থাৎ স্থায়ীভাবে কাজ করে, অপরদিকে অন্যেদের কিছুদিন পরপরই পেশার ধরন পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং একই সালে একাধিক কাজে জড়িত থাকার কারণে সে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠে না। আবার কর্মক্ষেত্রে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সমমানের কাজ করেও পরিপূরক হিসেবে সে শোষিত হচ্ছে। বয়স্ক শ্রমিকের মজুরীর বিষয়টি নির্ধারিত কিন্তু শিশু শ্রমের সীমারেখা নির্ধারিত নয়। এ প্রেক্ষিতে শিশু শ্রমিকদের শোষণ হয় দু'ভাবে (১) সমাজ তার প্রয়োজনে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করে শোষণ করছে। (২) মালিক অধিক পরিশ্রমে স্বল্প মজুরী প্রদানে শোষণ করছে।

মজুরীর হারের ভিন্নতাটি শুধুমাত্র বয়স্ক শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য করে না বরং লিঙ্গীয় পক্ষপাতিত্ব (Gender Biasness) এর কারণে মেয়ে শ্রমিকরা দ্বৈত শোষণের সম্মুখীন হচ্ছে। উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে ধান শুকানোর মৌসুমে একই শ্রমের মজুরীর বিন্যাস হয় চারটি। সারাদিন শ্রম দেবার পর একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের মজুরী হয় ২০ টাকা, পুরুষ শিশু শ্রমিকের

১২ টাকা, পূর্ণ বয়স্ক নারী শ্রমিকের ১৮ টাকা এবং নারী শিশু শ্রমিকের ১০ টাকা, শ্রমের মজুরীর এই ভিন্নতর রূপ ব্যাখ্যায়নে, "classical economic theory" অনুসারে, বাজার অর্থনীতিতে দক্ষতাকে মূখ্য নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কৃষিভিত্তিক দেশগুলোতে--"বিপরীত ধারায় মূল্যবোধ হতে মজুরী নির্ধারিত হয়"। যেমন একই কাজের জন্য লিঙ্গ ও বয়স ভেদে মজুরী নির্ধারণ করা হয়। আবার শ্রম বাজারেও মেয়েরা শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। ছোট মেয়েরা কৃষি ক্ষেত্র, হকারী, ধান বিক্রি, গৃহভৃত্যের কাজ করলেও ১০-১২ বৎসরের মেয়েরা সাধারণত গৃহাভ্যন্তরের কাজগুলো যেমন গৃহভৃত্য, সেলাই, ধান ভঙ্গা এসব কাজগুলো করে থাকে সামাজিক বাস্তবতার কারণে এবং তার শ্রম শিশু শ্রমিকরা বাজার অর্থনীতিতে মজুরী এবং মতাদর্শগতভাবে শোষিত হয়ে থাকে।

শিশু শ্রমে ব্যয়কৃত সময় এবং আয়ের কাঠামো

শিশু শ্রমে ব্যয়কৃত সময়ের পরিমাণ অনেক বেশী কিন্তু শ্রমের আয় নিম্নগামী এবং শ্রমের স্বরূপ ভিন্ন বিধায়; আবার একই শ্রমে শ্রম মূল্য পার্থক্য সৃষ্টির কারণে আয়ের প্রকৃতি ভিন্নতর হয়ে থাকে।

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রমিকরা পারিবারিক কাজ ছাড়াও একটা দীর্ঘ সময় শ্রমবাজারে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু সংগঠিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক সময়সীমা নির্ধারিত না থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় গণনা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তথাপি উত্তর-পশ্চিম একলাশপুরে ৪০ জন শ্রমিকের ব্যয়কৃত সময় নির্ধারণে দেখা গেছে ২৫% ৮-১২ ঘন্টা, ৫০% ৪-৮ ঘন্টা এবং ২৫% ৪ ঘন্টা ন্যূনতম সময় শুধুমাত্র মজুরী শ্রমেই ব্যয় করে থাকে। কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় কাজ করবার পরও মজুরীর হার অত্যন্ত কম। মজুরী শ্রমে নিয়োজিত থেকে সর্বোচ্চ ২০০/৩০০ টাকা গড়ে মাসিক আয় হয়ে থাকে। নারী শ্রমিকদের আয়ের গড় হার অত্যন্ত কম এবং ৫০-১০০ টাকার মধ্যে ৭০%ই অবস্থান করে, এর মধ্যে ৪ জনের বয়স ৮-১০, আবার ১০০-১৫০ টাকা আয়কারী ২ জনের মধ্যে একজনের বয়স ১২ বছর। অন্যজন ৬। বিপরীতভাবে পুরুষ শিশু শ্রমিকদের গড়ে মাসিক আয় ২০০-৩০০ টাকা যাদের, তাদের ৪ জনের বয়স ১২, ১৫০-২০০ এর মাঝে ৮ জন এর বয়স ১০ এর উর্ধ্বে বাকীরা ১০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ উপাত্ত বিশ্লেষণে সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো পুরুষ শিশু শ্রমিকরা নারী শিশু শ্রমিকদের চেয়ে সরাসরি বেশী আয় করে। এর প্রধান কারণ লিঙ্গীয় পৃথকীকরণ এবং এর মতাদর্শগত চর্চার কারণে

মেয়েরা গৃহভিত্তিক কাজে অনেক বেশী সময় ব্যয় করে কিন্তু তাদের কাজগুলো অস্বীকৃত থাকে। পাশাপাশি আর একটি বিপরীত ধারা ক্রিয়াশীল থাকে আর তা হচ্ছে–সামাজিক মূল্যবোধের কারণে মজুরী শ্রমে তুলনামূলকভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও কম বয়স্ক নারী শ্রমিকরা কমবয়স্ক পুরুষ ও অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত নারী শিশু শ্রমিকদের চেয়ে বেশী আয় করে থাকে, যা শিশু শ্রমির স্বরূপকে জটিল করে তোলে।

শিশু শ্রম নিয়োগে কেন এই উৎসাহ

দুর্বল হলেও রাষ্ট্রীয় ও মানবাধিকার সংস্থার নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কেন শিশুশ্রম নিয়োগে গড় আগ্রহ বেশী হয়ে চলছে– সেটা খুব মৌলিক জিজ্ঞাসায় আমাদের ঠেলে দেয়। মৌলিকভাবে বিভিন্ন পরিসরে নিয়োগকর্তাদের শিশুশ্রম যেমন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি শিশুদেরকেও বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমে যুক্ত থাকতেই হয়, প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় অসম, অন্যায় ভিত্তিক কিছু নিয়ম নীতি যা থেকে শিশু শ্রমিকরা বের হয়ে আসতে সক্ষম হয় না। এ কারণে শিশুরা তাদের নির্ধারিত শ্রম ও শ্রম–সময় থেকে অনেক বেশী সময় ধরে অতিরিক্ত শ্রম প্রদান করে থাকে অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিতেও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ টিকে আছে। শিশুদের অতিরিক্ত কাজের কোন মজুরীও নেই। তাছাড়া মালিক তাদের কাজ করতে বাধ্য করে এবং না করলে চাকরীচ্যূত করা হয়, আইনানুগ নিয়ম না থাকায় এবং শ্রমিকের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবার কারণে। দেখা গেছে উত্তর–পশ্চিম একলাশপুরে ২০ জন শ্রমিকই অতিরিক্ত কাজ করে থাকে। যেমন কৃষি শ্রমের সঙ্গে জড়িত শিশুরা জমিতে কাজ করার পরও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়ীতে পৌছায় বা নিয়ে আসা খাবার পৌছানো, মালিকের গৃহের অনেক কাজ করতে সে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে মালিকের হাত–পা মালিশ করা, কাপড় ধোয়া, বাসন মাজার কাজগুলোও যেন শিশু শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত থাকে, যা প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দিয়ে করানো সম্ভব নয়, অন্যদিকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিশুরা অনেক সময় যৌন সহিংসতার (Sexual abuse) সম্মুখীনও হয়ে থাকে। ইচ্ছেমত কর্মচ্যূতি, কম মজুরী, অতিরিক্ত কাজ করানো এবং সহজেই নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করাবার সুযোগের কারণে মালিকরাও শিশু শ্রমিকদের কাজে লাগানোতে ক্রমশ উৎসাহিত হয়ে পড়ছে যা সমাজকে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় সর্বশেষে বলা যায় যে গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রমের প্রসঙ্গে এসে বার বার চিন্তায় ও মননে পারিবারিক ও মজুরী ভিত্তিক শ্রমের বিষয়গুলো মূখ্য হয়ে উঠে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এ কথাটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, অপরিণত বয়স থেকেই আমাদের দেশে শিশুরা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। গৃহস্থালী পারিবারিক শ্রম এবং মজুরী শ্রমে শিশুদের অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও সামাজিক মূল্যবোধ এ ভূমিকাকে এক রকম অস্বীকার করেই যায়, গৃহভিত্তিক কাজে একটা দীর্ঘ সময় শ্রম প্রদানের পরও একে কাজ হিসেবে কখনই গণ্য করা হয় না। বিশেষত মেয়েদের কাজকে কেবলমাত্র দায়িত্ব ও করণীয় বলেই গ্রহণ করবার প্রবণতা সার্বজনীন। গৃহস্থালী ও পারিবারিক শ্রমের কোন বাণিজ্যিক মূল্যায়ন না করার প্রেক্ষিতে অপরিণত বয়সে কঠোর শ্রম কোন গুরুত্ব পায়না। আবার পরিবারের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করা হয় লিঙ্গীয় ও বয়স ভেদে শ্রম বিভাজন যার বহিঃপ্রকাশ বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত হয়। প্রথমত শিশু শ্রমের স্বীকৃতি না থাকায় এবং প্রকারান্তে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের পরিপূরক হিসেবে দেখবার মতাদর্শ থেকেই সৃষ্টি হয় সম পরিমাণ কাজ করা সত্ত্বেও ভিন্নতর শ্রম মূল্য যেখানে শিশুরা চরমভাবে শোষিত, অন্য দিকে লিঙ্গীয় মতাদর্শ ও পক্ষপাতিত্ব বিভাজন সৃষ্টি করে কর্মক্ষেত্রে। সমাজ কাঠামোর কারণে নারী শ্রমিকরা সর্বক্ষেত্রে কাজ করবার স্বাধীনতা পায় না এবং গৃহবর্হিভূত কাজ করনে তারা আবার যুক্ত হয়ে পড়ে "পর্দার" সঙ্গে। এখনও "ইজ্জত", "সম্মান" এ প্রত্যয়গুলো আমাদের সমাজে নারীদের সঙ্গে যুক্ত আর এ কারণে আমার গবেষণায় দেখা গেছে ১২/১৩ বৎসরের নারী শিশু শ্রমিকরা খুব কমই মজুরী ভিত্তিক শ্রমে যুক্ত থাকে, যদিওবা থাকে তাও সীমিত এবং এমন ক্ষেত্রগুলো সৃষ্টি করা হয় যার সঙ্গে পারিবারিক কর্মক্ষেত্রের সাদৃশ্য রয়েছে এবং পর্দার অন্তরালে সম্পন্ন করা যায়।

আবার কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয় শিশু শ্রমিকই শোষিত ও অধস্থিত, স্বল্প পরিমাণ মজুরী, শ্রমে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগকারীরা নিয়োগ করে থাকে। আইননানুগভাবে 'শিশু শ্রম' নিষিদ্ধ হলেও সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে আমরা আমাদের মননে স্বীকৃতি দিচ্ছি। অর্থাৎ আইন ও এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শূন্যতা রয়ে যাচ্ছে, প্রকট হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক পরিস্থিতি, প্রচলিত মূল্যবোধ, মতাদর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলো যা আমার গবেষণায় স্বল্প পরিসরে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যনির্দেশঃ

(১) Bequele, Assefa : "Child labour; Trends, Problems and Policies" : Child labour; A threat to health and development. Defence for Children International, Geneva, Switzerland, 1985, P.44.

(২) দাসত্বের শৃঙ্খল ঃ দেশে-দেশে, রোববার, দ্বাদশ বর্ষ, ৩৪তম সংখ্যা, ২৪ মে ১৯৯২, পৃঃ ২৬-২৭।

(৩) Salahuddin, Khaleda : "Aspects of child labour in Bangladesh; Disadvantaged Children in Bangladesh, Women for Women, P. 85-127.

(৪) Rahman, Jowshan Ara : Child labour in Bangladesh, University Press Ltd., 1986.

(৫) Cain, Mead, T: "The Economic activities of children in a Bangladesh Village" : Village Fertility Study Repart No-3, BIDS (Mimco).

(৬) Save the Children (USA), Semi-Annual Report, July-December, 1980.

(৭) Michaelson, Karenl; And the poor Get children (ed), Monthly Review Press, New York and London, 1981.

(৮) কাসেম ও আহমেদ; গ্রাম বাংলার শিশু শ্রমের ব্যবহার, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, নং-৬, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৫।

(৯) Gulati, Leela, Child labour in Kerala's Coir Industry-study of a few villages, Working Paper No-102, Centre for Development studies, Vloor, Trivandrum, India, Feb. 1980.

(১০) An Analysis of the Situation of Children in Bangladesh, Unicef, 1987.

(১১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ১৯৭৪.

(১২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ১৯৯০.

(১৩) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ১৯৯১.